<u>Development as Conscientisation – The Case of Nijera Kori in Bangladesh</u>

আবুল বরকত ও তাঁর সহকর্মীদের এই স্টাডিটি নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান।

এদেশের অর্থনীতি শাস্ত্রের মূলধারা এবং বিশ্বের উন্নয়ন এসটাবলিশমেন্ট গুলি গড়পরতা জি,ডি,পি-কে দেশের উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসাবে গণ্য করে আসছে যা আমাদের মতো দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির যুক্তি অনুযায়ীই একেবারে অপ্রযোজ্য। এর কারণ জি,ডি,পি হিসাব করতে বিভিন্নরকম উৎপাদন সামগ্রী ও সেবাকে তাদের বাজার মূল্য দিয়ে-যে পরস্পরের সঙ্গে যে যোগ করা হয় তার যৌক্তিকতা নির্ভর করে এই assumption-এর ওপর, যে কোন গোষ্ঠীই বাজার-মূল্য নিয়ন্ত্রনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারবে না যাতে বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবার আপেক্ষিক (relative) বাজার-মূল্য সমস্ত জাতিরই আপেক্ষিক মূল্যায়নের সূচক হতে পারে। এর জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে শর্ত তা হলো <u>দেশের আয় বন্টনে মোটামুটি সমতা</u>, যাতে কোন গোষ্ঠীই বাজার-মূল্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। বলা বাহল্য যে আমাদের আকাশচুম্বী বৈষম্য-ধারী দেশে, এবং আরো অনেক দেশেই, এই শর্তটি চুড়ান্তভাবেই অনুপস্থিত। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও প্রতিশ্রুতি ছিল একটি সমতাবাদী সমাজ গড়ে তোলা, এবং সেটি হলে তবেই বাজার-মূল্য দিয়ে হিসাব করা জি,ডি,পির প্রবৃদ্ধি দেশের উন্নয়নের শাস্ত্রীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি হতে পারতো। একথাটা এদেশের সুযোগ্য অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয় জানেন যদিও দেশের অর্থনীতিবিদদের মূল ধারা এই শর্তটিকে অবজ্ঞা করেই চলেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমতাবাদী প্রতিশ্রুতি চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হওয়া সত্বেও যে বাজার-মূল্য দিয়ে হিসাব করা জিডিপির সূচকটিকেই, যা প্রধানতঃ দেশের বিত্তবান এলিটশ্রেণীরই দেশের উন্নয়নের মূল্যায়ন পরিবেশন করে দেশের সার্বিক জনগনের মূল্যায়ন নয়, দেশের উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি ধরে নিয়ে আমাদের দেশটি উন্নয়নের হারের বিচারে প্রায় বিশ্বের middle-income দেশগুলিকে ধরে ফেলছে এই বলে কোন কোন মহলে যে-আস্ফালন চলছে তা অত্যন্ত হাস্যকর ও দুঃখজনক।

এরকম বৈষম্য সম্বলিত দেশে গড় উন্নয়ন সূচক ব্যবহারের আর একটা চরম দুঃখজনক অর্থ এভাবে বলা যায়ঃ ধরুণ কোন পিতা-মাতার ছয় সন্তানের দুই সন্তান বিত্তের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছে, আর চার সন্তান অনেক পিছিয়ে আছে, এবং তাদের একজন-দুজন একবারে পথের ধূলায় মুখ থুবড়ে পড়েই আছে। তাহলে কী পিতা-মাতা সন্তানদের 'গড় উন্নয়ন' ভালোই হচ্ছে দেখে আনন্দে সোনার গাঁ হোটেলে ডিনারের পর ডিনার দিতে থাকবেন, না তাদের পিছিয়ে থাকা সন্তানদের এগিয়ে দিতে তাদের সর্বস্ব চিন্তা-উদ্যোগ নিয়োজিত করবেন – দেশের বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের কাছে এবং সরকারের কাছে, বিশ্বব্যাঙ্কসহ বিশ্বপ্রভুদের কাছে আমি বিণীতভাবে এই প্রশ্নটা রাখছি।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও সেখানকার অর্থনীতিবিদরা এরকম উন্নয়ন-সূচক নিয়ে যখন দেশে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে বলে decade of development উদ্‌যাপন করতে নেমেছিল ঠিক সেই সময়েই তো দেশটা সমতার প্রশ্নেই

আন্তঃসংঘাতে দুইখান হয়ে গেল যা আটকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী গনহত্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে নি। বাংলাদেশেও উন্নয়নের জোয়ার আসবে-আসবে এরকম রব্ উঠতে শুরু করেছে ঠিক এমন সময়েই তো দেশটি আন্ত-সংঘাতে নর্দমায় পড়ে গেল যেখান থেকে তাকে এখনো তোলা যাচ্ছে না। এটা কীরকম উন্নয়ন যার ফলে দেশ এমনভাবে খান্-খান্ হয়ে যায় বা হবার উপক্রম হয়? এ যেন কারো ক্যানসার রোগ হলেও তার স্বাস্থ্যের একটা সামষ্টিক (aggregate) সুচক গণনা করে তাকে পরম স্বাস্থ্যবান বলে উল্লসিত হওয়া! অর্থনীতিবিদ্দের preoccupation আর মানুষের preoccupation-এর মধ্যে এরকম বিরাট ব্যবধান কী অর্থনীতিবিদ্দের 'অমানুষ' পর্যায়েই ফেলে দেয় না?

উন্নয়নের সূচক উন্নত করবার জন্য সাম্প্রতিক কালে যে "human development index" প্রচলিত হয়েছে – আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে একটি composite index - সেটিও একই রকম আঁতকে দেবার মতোই। এই সূচকটি কী বিশ্ব-ইতিহাসে সব চাইতে অমানুষ ও ঘৃণিত জাতিদের মধ্যে একটি, nazi Germany-কে, একটি প্রথম সারির উন্নত জাতি বলেই রায় দেয় না? এই সূচকে তাহলে missing factor-টি কী? "Human" অর্থাৎ "মানবিক" কথাটির অর্থ কি?

আবুল বরকত ও তাঁর সহকর্মীদের এই স্টাডিতে উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে জি,ডি,পি-র প্রবৃদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করে গভীরতর উন্নয়ন দর্শন আলোচনা হয়েছে, এবং "মানবিক উন্নয়ন" ও "দারিদ্রে"র আলোচনায় মানুষের সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বকে সামনে আনা হয়েছে। এই সাহসী ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থানের জন্য তাঁদের আমার অভিনন্দন। তাঁরা আরো দেখিয়েছেন যে মানুষকে তার নানাবিধ অধিকার এবং, দেশ ও বিশ্ব কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন করাই তার উন্নয়নে সহায়তা করবার প্রথম পদক্ষেপ, যে পদক্ষেপ নিয়ে 'নিজেরা করি' সংস্থা দেশের পিছিয়ে-থাকা মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাতেও প্রথম সারিতে এসে গিয়েছে যে কথা এদেশের তৃণমূল উন্নয়ন সংলাপে নানান্ রকম তৃণমূল কাজের ঢাক্-ঢোলের শব্দে ঢাকা পড়ে আছে। আরো তাঁরা দেখিয়েছেন এই অবহেলিত মানুষরা নিজেরাই তাদের জন্য উন্নয়নের সূচক নির্দ্ধারণ করতে পারেন যে অধিকার তাদের দেয়া হয় না। "পার্টিসিপেটরি রিসার্চ" বা এদেশে প্রচলিত term 'গনগবেষণা' পদ্ধতি প্রয়োগ করে এভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের দিয়ে নিজেদের উন্নয়ন-সূচক নিজেরা নির্দ্ধারণ করাবার প্রক্রিয়া বিশ্বে পার্টিসিপেটরি রিসার্চেও এক মুল্যবান অবদান, এই জন্যও এই গবেষণা টীম বিশেষ অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

এই গবেষণার আর একটি উলেখযোগ্য অবদান বিশ্বে প্রচন্ড ঢাক-ঢোল পিটানো বাইরের সংস্থাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের অবস্থার উন্নতি করবার নামে নিজেদের জন্য লাভজনক ব্যবসার চাইতে এরকম মানুষদের নিজস্ব যৌথ উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প যে কতখানি cost effective ও মানবিক – নিজেরা করি আন্দোলনে এরকম সাড়ে বারো হাজারের বেশি উদ্যোগ রয়েছে যা হয়তো অনেকেরই জানা নেই – তার বৃত্তান্ত দেয়া। আমরা সবাই জানি যে দেশের আরো নানান্ স্থানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের এরকম অত্যন্ত সফল নিজস্ব যৌথ ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প রয়েছে যদিও স্বভাবতই

এধরণের প্রকল্পসমূহের সামর্থ্য নেই বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রচার করে কোন কৃতিত্ব জাহির করবার।

এই বইটি সম্বন্ধ আমার আরো বিস্তারিত মতামত আমার Foreword-এ লিখেছি। আমার শুধু নিজেরা করি সংস্থার কাছে একটিই আবেদন যে কথাও আমি আমার Foreword-এ লিখেছি – যেসব পিছিয়ে-পড়া মানুষদের সঙ্গে এই সংস্থা কাজ করছে তাদের সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করবার পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন যাতে এক সময় তারা ”নিজেরা করি” সংস্থার সহায়তা ছাড়াই নিজেদের উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলতে পারে। এই লক্ষ্য পূর্ণ হলে ”নিজেরা করি” কথাটারও যথার্থ সিদ্ধি হবে। তাছাড়া ”নিজেরা করি” সংস্থাও আরো নতুন নতুন অঞ্চলে যেয়ে একই রকম কাজ করতে পারবে, এবং এভাবে তাদের এই দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন কাজেরও আরো বিস্তার ঘটতে পারবে।

শেষ করবার আগে মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে একটি কথা। দেশের উন্নয়ন প্রশ্ন সম্বন্ধে বিদেশী ’প্রভু’দের এবং তাদের দেশি তাঁবেদার অর্থনীতিবিদ যাঁরা আছেন তাদের মুর্খের মতো ও অমানবিক উন্নয়ন-বিশ্লেষণে সম্মোহিত না হয়ে, তাদের অপপ্রচারকে বড়ো হেডলাইন না দিয়ে, আপনাদের common sense দিয়ে আপনারাও দেশের উন্নয়নের নামে যে ভয়াবহ অপ-উন্নয়ন হচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতন হোন এবং দেশের জনগণকে এসম্বন্ধে সচেতন করবার প্রয়াস নিন, যাতে পাকিস্তানের একাত্তরের বিপর্যয়ের মতো এবং এদেশে ১১ই জানুয়ারীর মতো রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হবার পেছনে দেশের অপউন্নয়নের অবদান বুঝতে পারা যায়, এবং ভবিষ্যতে এরকম বিপর্যয় এড়াবার জন্য জরুরী পদক্ষেপের প্রচেষ্টার দিকে দেশবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারের ওপর এই ব্যাপারে নিরন্তর চাপ থাকে।

মোঃ আনিসুর রহমান,
Development as Conscientization, The Case of Nijera Kori in Bangladesh
বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে পরিবেশিত, ঢাকা, ৭ আগষ্ট ২০০৮।